RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - M.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - 4.1; Group - A.
Teacher - Sri Partha Pratim Bhowmik.

Gharanas of Hindustani Music

2. Gwalior Gharana

রাজা মানসিংহ তোমরের সক্রিয় অংশগ্রহণে ও পৃষ্টপোষকতায় গোয়ালিয়রেই প্রথম গড়ে ওঠে ধ্রুপদ গানের রীতি। রাজা মানসিংহের দরবারে সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের সহায়তায় ধ্রুপদের একটি স্থায়িরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গোয়ালিয়রে খেয়াল গানের প্রচলনও হয়েছিল। খেয়ালগানের ঘরানাগুলির মধ্যে গোয়ালিয়রই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। গবেষকদের মতে , সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে গোলাম রসুল নামক একজন কাওয়ালি গায়ক এই ঘরানায় খেয়াল গানের পত্তন করেন। গোলাম রসুলের পুত্র গোলাম নবী, সেনী ঘরানার সুবিখ্যাত চরজু খাঁ-এর দৌহিত্র বাহাদুর সেনের কাছে খেয়ালগানের তালিম নিয়েছিলেন। তবে, প্রচার ও প্রসারে কৃতিত্ব ছিল গোলাম নবীর দুই শিষ্য শঙ্কর খাঁ ও মক্‌খন খাঁ-এর। এঁরা দু'জনেই ছিলেন গোলাম নবীর ভাগিনেয় এবং দু'জনেই ছিলেন উত্তম খেয়াল গায়ক।

মক্‌খন খাঁ- এর পুত্র কাদের বক্‌শ উত্তম খেয়াল গায়ক; কিন্তু তিনি অল্পবয়সেই মারা যান। কাদের বক্‌শের দুই পুত্র - হদ্দু খাঁ ও হস্যু খাঁ অল্পবয়সেই গান গাওয়া শুরু করেন। এঁরা দু'জনে ধ্রুপদি চালে খেয়াল গাইতেন। সুনিপুণ সঙ্গীত পরিবেশনার ফলে এঁদের খ্যাতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মক্‌খন খাঁ-এর অপর পুত্র পীর বক্‌শের একমাত্র পুত্র নত্থু খাঁ-ও

উচ্চমানের খেয়াল গায়ক ছিলেন। এই তিন ভাইয়ের সঙ্গীত শিক্ষা কাদের বক্‌শ ও পীর বক্‌শের কাছে শুরু হলেও, এঁদের সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন শঙ্কর খাঁ-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ে মোহম্মদ খাঁ। এই তিন ভাইয়ের অভূতপূর্ব গায়ন শৈলির কারণে গোয়ালিয়র ঘরানা অচিরেই খ্যাতিলাভ করেছিল।

শঙ্কর খাঁ-এর চার পুত্রের মধ্যে বড়ে মোহম্মদ খাঁ ছিলেন উত্তম খেয়াল গায়ক। বড়ে মোহম্মদ খাঁ তান সরগমের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। হদ্দু খাঁ-এর পরম্পরাতে পাওয়া যায় পুত্র ছোটে মোহম্মদ খাঁ, পুত্র রহিমৎ খাঁ, জামাতা বন্দে আলি খাঁ (ইন্দোর), জামাতা ইনায়েৎ হোসেন খাঁ (রামপুর), মেহেদী হোসেন খাঁ (ভ্রাতুষ্পৌত্র), বিষ্ণুপন্থ ছত্রে, সাহাবদাদ খাঁ (ইমদাদ খাঁ-এর পিতা) প্রমুখ; হস্যু খাঁ-এর পরম্পরাতে পাওয়া যায় পুত্র গুলে ইমাম খাঁ প্রমুখ; নত্থু খাঁ-এর পরম্পরায় পাওয়া যায় দত্তক পুত্র নিসার হোসেন খাঁ প্রমুখ - কে।

হদ্দু খাঁ-এর বেশ কয়েকজন মারাঠী শিষ্য ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাসুদেব বুয়া যোশী, রামকৃষ্ণদেব বুয়া যোশী প্রমুখ। অপর এক শিষ্য বালকৃষ্ণ বুয়া ইচলকরঞ্জিকর গোয়ালিয়র ঘরানাকে মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হদ্দু খাঁ-এর কাছে যারা সঙ্গীতের তালিম নিতেন, তারা একই সাথে হস্যু খাঁ-এর কাছেও তালিম নিয়েছেন। শঙ্কর রাও পন্ডিত, এই দুই ভাইয়ের পাশাপাশি নত্থু খাঁ-এর কাছেও তালিম নিয়েছিলেন। শঙ্কর রাওয়ের পুত্র কৃষ্ণরাও শঙ্কর পন্ডিত, টপ্পা ও তারানা ভালো গাইতেন।

এই ঘরানার আরো যে সকল শিল্পীর কথা জানা যায়, তাঁরা হলেন - ঠাকুর জয়দেব সিং, বাবুরাও যোশী, সুমতি মুটাটকর, মোঘুবাঈ কুর্দিকর, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, রাজাভাইয়া পুঞ্ছওয়ালে প্রমুখ।

সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য :-

গোয়ালিয়রে ধ্রুপদের উৎপত্তি, তাই সেখানকার শাস্ত্রীয় গানে ধ্রুপদের প্রভাব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। গোয়ালিয়রের খেয়াল গান ধ্রুপদ-অঙ্গের আলাপ সহযোগে গাওয়া হয়। খেয়াল গানের অন্তর্বর্তী রাগ-বিস্তারের ক্ষেত্রেও

ধ্রুপদী চাল ও মীড়, গমক প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগই বেশি হয়। ধ্রুপদে ব্যবহৃত লয়কারী আঙ্গিকের প্রয়োগও এই ঘরানার খেয়ালগানে শুনতে পাওয়া যায়।

এই ঘরানার খেয়ালগানে গমকদার সপাট তান, ছন্দোময় বোলতান - প্রভৃতি , বিশেষ বৈচিত্র সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও প্রযুক্ত হয় মীড়সমন্বিত সরগম, আলঙ্কারিক তান প্রভৃতি।

খোলা আওয়াজ এই ঘরানার গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাগরূপায়ণে শুদ্ধতা বজায় রাখা, স্বরপ্রয়োগে সহজিয়া-ভাব এবং ওজোঃপূর্ণ গায়নশৈলী এই ঘরানার গানকে নিজস্বতা দান করেছে।

এই ঘরানার শিল্পীদের বীণাবাদনে গম্ভীর ও গমকদার ধ্রুপদীচালের প্রয়োগ শুনতে পাওয়া যায়।

3. Kirana Gharana

কিরানা ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা রূপে উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ-এর নাম সর্বাগ্রগণ্য। কারণ, প্রথমতঃ, উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ-এর জন্মস্থান উত্তরপ্রদেশের কিরানা গ্রামে; দ্বিতীয়তঃ, খেয়ালগানের গায়কীতে সম্পূর্ণ নতুন এক গীতশৈলীর প্রবর্তন করেছেন উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ। বর্তমানে , কিরানা ঘরানার গায়নশৈলী আব্দুল করিম খাঁ-এর পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ও শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

তবে কিরানা ঘরানার প্রবর্তকরূপে বীণকার বন্দে আলি খাঁ-এর নামটিও পাওয়া যায়। বন্দে আলি খাঁ-এর সঙ্গীত শিক্ষা ডাগর ঘরানার উস্তাদ বেহরাম খাঁ-এর কাছে। পরবর্তীকালে ইনি সেনী ঘরানার সঙ্গীতজ্ঞ নির্মল শাহের কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। ফলে, বন্দে আলি খাঁ-এর বীণাবাদনে ধ্রুপদী চাল স্থায়িরূপ লাভ করেছে। পরবর্তীকালের কিরানা-শিল্পী উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ-এর প্রবর্তিত খেয়াল গায়কীর সাথে তার কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়াও, বন্দে আলি খাঁ-এর সাথে কিরানা গ্রামটির কোন সম্পর্ক প্রমাণিত হয়নি। ওনার জীবন কেটেছে ইন্দোরে। সে ক্ষেত্রে ওনাকে

ইন্দোর-বীণকার ঘরানার প্রবর্তক বলাই শ্রেয়।

উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ-এর সঙ্গীতগুরু তাঁর পিতা কালে খাঁ এবং পিতৃব্য নান্‌হে খাঁ। এই কালে খাঁ পাতিয়ালা ঘরানার উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ-এর পিতৃব্য কালে খাঁ নন। পরে আব্দুল করিম গোয়ালিয়রের হদ্দু খাঁ-এর পুত্র রহিমৎ খাঁ-এর কাছেও সঙ্গীতশিক্ষা করেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি সঙ্গীতকে পেশারূপে গ্রহণ করেন এবং জুনাগড় রাজদরবারে যোগ দিলেন। কয়েক বছর সেখানে কাটিয়ে তিনি চলে গেলেন বরোদা রাজদরবারে। বরোদায় কয়েক বছর থাকার পর তিনি গেলেন মিরাজে, তারপর একে একে পুণে, বেলগাঁও-তে। এই সব স্থানে তিনি বেশ কিছু সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং নানা ধরনের সঙ্গীতের শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছিলেন। ঘরানা সঙ্গীত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তিনি শুধু নিজেই সঙ্গীত পরিবেশন করতেন না, তাঁর শিষ্যদেরও সঙ্গীত পরিবেশনে উৎসাহী করতেন। এ ছাড়াও তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই, প্রায় ওনার একার প্রচেষ্টাতেই কিরানা ঘরানার পরিচিতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে সমপ্রসারিত হয়।

আব্দুল করিম খাঁ-এর শিষ্য তলিকায় আছেন - ভাগিনেয় আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ, কেশরবাঈ কেরকর, সওয়াই গন্ধর্ব, রৌশনারা বেগম, পুত্র সুরেশবাবু মানে, কন্যা হীরাবাঈ বরোদেকর, কন্যা সরস্বতীবাঈ রাণে প্রমুখ।

বিভিন্ন সঙ্গীত সন্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি শিষ্যগঠনের কাজেও আব্দুল করিম খাঁ-এর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। ফলস্বরূপ, কর্ণাটকী সঙ্গীতে প্রযোজ্য বেশ কিছু সাঙ্গীতিক কলাকৌশল তিনি নিজের খেয়ালগানে প্রয়োগ করতেন। এর ফলে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে কিরানা ঘরানার গায়নশৈলী ক্রমশঃই একটি অনন্যরূপ পরিগ্রহণ করেছিল।

আব্দুল করিম খাঁ এই ঘরানাতে ঠুম্‌রী গানের প্রবর্তন করেছিলেন। প্রচলিত ঠুমরীর শৃঙ্গার রসাভাসের পরিবর্তে তিনি কিরানা ঘরানায় ভক্তিরস পূর্ণ ঠুম্‌রী গানের প্রচলন করেছিলেন।

আব্দুল করিম খাঁ-এর প্রশিষ্য পর্যায়ে যারা আছেন- প্রভা আত্রে, বাসবরাজ রাজগুরু, মানিক বর্মা, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, ফিরোজ দস্তুর, ভীমসেন

যোশী প্রমুখ।

তবে বন্দে আলি খাঁ-এর অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য নিজেদেরকে কিরানা ঘরানার শিল্পী রূপে পরিচয় দেন; যেমন- এস্রাজী শাহমীর খাঁ, ভাইয়াসাহেব গণপৎ রাও, রজব আলি খাঁ, জোহরাবাঈ আগ্রাওয়ালি; শহ্মীর খাঁ-র শিষ্য আমীর খাঁ(পুত্র); ভাইয়াসাহেব গণপৎরাও-এর শিষ্য গহরজানবাঈ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, বড়ী মোতিবাঈ; আমীর খাঁ- এর শিষ্য উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, এ কানন, শ্রীকান্ত বাক্রে প্রমুখ।

সঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য :-

এই ঘরানার গায়নরীতি অত্যন্ত মাধুর্যমন্ডিত, সুমিষ্ট স্বরোচ্চারণ, আবেগময়তা, স্বরবিন্যাকে কোমল ও রসঘন করে তোলার প্রবনতা রয়েছে এই ঘরানার গায়কীতে।

গানে আতি সূক্ষ্ম অলঙ্কার প্রযুক্ত হতে শোনা যায়। নিপুন ও নিটোল সুরময় গায়কীর প্রতি ঝোঁক রয়েছে এই ঘরানার গানে। সুমধুর লাবন্যময় গায়কী এই ঘরানার শিল্পীদের জনপ্রিয় হয়ে ওঠার মূল কারণ।

রাগ রূপায়ণে একেক স্বরের বাঢ়ৎ করে আরোহ ও অবরোহ-গতির বিস্তার; ছোট ছোট বিস্তার খন্ডের সাহায্যে প্রাচীন খন্ডমেরু পদ্ধতির প্রয়োগ হতে শোনা যায়। গমকদার প্রবল গায়কী বা লয়কারী এই ঘরানার গানে শোনা যায় না। এই ঘরানার ঠুম্রী গানে প্রচলিত শৃঙ্গার রসের পরিবর্তে ভক্তিরসাত্মক নম্র-মধুর রসভাবের প্রয়োগ ঘটে।